66

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 1 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ২......

ঢাকা নারায়ণগঞ্জের শহরতলিতে অসংখ্য মহিলা মাদ্রাসা

রুমন রেজা, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শহরতলিতে, রহস্যজনকভাবে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য মহিলা মদ্রাসা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে ডেমরা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে এসব মদ্রাসা। সরকারী স্বীকৃতিবিহীন এসব কওমি মহিলা মদ্রাসায় কী হচ্ছে তা এলাকাবাসীও জানে না। রাতারাতি কিভাবে এ মদ্রাসাগুলো গড়ে উঠল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। সরকারী কিংবা বেসরকারী সাহায্য, অনুদান ছাড়া আকস্মিকভাবে মাদ্রাসাগুলোর সুদৃশ্য অবকাঠামো কিভাবে গড়ে উঠল তাও কারও জানা নেই। এসব মাদ্রাসায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভর্তি হচ্ছে ছাত্রীরা। অনাবাসিক ছাত্রীর তুলনায় আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। অপরিচিত এসব মদ্রাসায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী আসা, নামমাত্র বেতনে তাদের ভরণ-পোষণ ও মদ্রাসার ব্যয়ভার বহন প্রভৃতি জন্ম দিয়েছে নানা প্রশ্নের। ধারণা করা হচ্ছে, দ্বীন শিক্ষা প্রচারের নামে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এসব মহিলা মদ্রাসা গড়ে তোলা হচ্ছে। মহিলা মদ্রাসার আড়ালে চলছে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শহরতলিসহ বিভিন্ন এলাকা বেছে নেয়া হয়েছে।

দেশে বর্তমানে দু'ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্তগুলোকে বলা হয় আলীয়া মদ্রাসা। সরকারী স্বীকৃতিবিহীন মদ্রাসাগুলো হলো কওমি বা খারেজী মদ্রাসা। কওমি মদ্রাসার ক্ষেত্রে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব মদ্রাসা পরিচালিত হয় উদ্যোক্তাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত দু'বছরে ঢাকার অদূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা সড়কের পাশে ডেমরা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মিজমিজি, চিটাগাং রোড, নয়াআটি, কদমতলী, তালতলা, সানারপাড়, মৌচাক, ধনিয়া, শনির আখড়া প্রভৃতি এলাকায় ৪০/৫০টি মহিলা মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে।

এলাকাবাসী জানে না, কিভাবে রাতারাতি মদ্রাসার সুদৃশ্য অবকাঠামো গড়ে উঠল, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিভাবে এই অপরিচিত মদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, মদ্রাসাগুলো কিভাবে চলছে কিংবা মদ্রাসার ভিতরে কি হচ্ছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা মাওলানা আলহাজ সৈয়দ ফজলুল করিম চরমোনাইর পীরের নির্দেশে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মিজমিজি বাতেন পাড়ায় ১৯৯৭ সালে গড়ে তোলা হয়েছে এছহাকিয়া কারিমিয়া মিছবাহুল উলুম মহিলা মদ্রাসা। প্রতিষ্ঠাতা ও মোহতামীম মাওলানা মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ আনছারী। ভাড়া করা একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এ মদ্রাসার ছাত্রী সংখ্যা মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে সাড়ে তিন শ'তে পৌঁছেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে এখানে। অথচ মিজমিজি এলাকার এক যুবক সুমন (২৫) জানালেন, তিনি জানেন না এই মহল্লায় মহিলা মদ্রাসা আছে। এলাকাবাসীও জানে না কিভাবে এত দ্রুত বিস্তৃতি ঘটল এই মহিলা মদ্রাসার।

৮ জন শিক্ষিকা ও ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন এখানে। শিক্ষকরা ক্লাস নেন পর্দার আড়াল থেকে। শনিবার দুপুরে মদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবিবুল্লাকে পাওয়া যায়নি। অফিস সহকারী জানালেন, এ মদ্রাসায় বয়স্ক মহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্যও ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা করা

সারা দেশ থেকে আসে আবাসিক ছাত্রী ॥ অর্থের উৎস অজানা

হয়েছে। মাত্র ৬ বছরের শর্ট কোর্স। এ কোর্সের মাধ্যমে একজন মহিলাকে মানসম্পন্ন মাওলানা বানানো হবে। এ কোর্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, অনেক প্রবাসী স্বামী তাঁর স্ত্রীকে এ মাদ্রাসায় রেখে যান নিরাপদ হেফাজতে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সব বয়সী মহিলাদের জন্য এই শর্ট কোর্স খোলা হয়েছে। অফিস সহকারী আরও জানালেন, ইতোমধ্যে মা ও মেয়ে ভর্তি হওয়ার ঘটনাও এই মদ্রাসায় ঘটেছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে সানারপাড় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জান্নাতুল বুশরা মহিলা মদ্রাসা। মদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুফতী আলীমুল হক বলেন, তাঁরা নিজস্ব সম্পত্তিতে এই মাদ্রাসা গড়ে তুলেছেন। ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক। কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশালসহ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ছাত্রী ভর্তি হয়েছে এখানে। খাওয়া-দাওয়াসহ মাসিক বেতন ছাত্রী প্রতি নেয়া হয় মাত্র ছয়শো টাকা। বাইরে থেকে মদ্রাসাটিকে মনে হয় মুরগির খামার। পর্দা দ্বারা পুরো বাড়ি আবৃত। ছাত্রীরা থাকে ফ্লোরে বিছানা করে। শিক্ষক সংখ্যা ১১ জন। ৩ জন শিক্ষক, ৮ জন শিক্ষিকা। শিক্ষকরা ক্লাস নেন পর্দার আড়ালে থেকে।

মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে মদ্রাসার চমৎকার অবকাঠামো গড়ে তোলার পিছনে অর্থের উৎস সম্পর্কে মাওলানা আলীমুল হক বলেন, আমরা পারিবারিক অর্থে এই মদ্রাসা করেছি। তাঁর পিতা ঢাকা জিন্দাবাহার কামরাঙ্গা মসজিদের প্রাক্তন ইমাম। ৪ ভাইয়ের মধ্যে ৩ ভাই মদ্রাসা লাইনে পড়ালেখা শেষ করে এখানেই শিক্ষকতা করছেন। এক ভাই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসে খাওয়া-দাওয়া বাবদ মাত্র ৬শ' টাকা নিয়ে কিভাবে এত বিপুল ব্যয় বহন করেন জিজ্ঞাসা করা হলে মাওলানা আলীমুল হক কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। ছেলেদের মদ্রাসা না করে মহিলা মদ্রাসা করলেন কেন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নারী হলো স্বর্ণালঙ্কারের মতো। সযত্নে রাখতে হয়। অযত্ন করলে, পর্দাপ্রথা নষ্ট হলে পরিবেশ কলুষিত হয়। তিনি বলেন, স্বর্ণালঙ্কারের মতো নারীদের অরক্ষিত রাখা হলে তাও ছিনতাই, ডাকাতি হতে পারে। এজন্য নারীকে পর্দার আড়ালে রাখতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় আকস্মিকভাবে কতগুলো এ ধরনের মহিলা মদ্রাসা গড়ে উঠেছে এ হিসাবে শিক্ষা অফিসের কাছে নেই। জেলা শিক্ষা অফিসের একজন কর্মকর্তা জানান, এগুলোর ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব মদ্রাসায় কি হয়, কি পড়ানো হয় তাও আমরা জানি না।

এবতেদায়ী ও সিনিয়র মদ্রাসা মিলিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলায় রেজিস্টার্ড মাদ্রাসার সংখ্যা ১১৮টি। সদর থানার ২৮টি, বন্দরে ১০টি, রূপগঞ্জে ৩৫টি, সোনারগাঁওয়ে ১৮টি ও আড়াইহাজার থানায় ১৭টি রেজিস্টার্ড মদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষা অফিসের উক্ত কর্মকর্তা মাত্র দু'বছরে ডেমরা ও সিদ্ধিরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এত বিপুলসংখ্যাক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, নিঃসন্দেহে এটা রহস্যজনক। কারণ কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় এত দ্রুত এরকম অসংখ্য মদ্রাসা গড়ে ওঠার পিছনে রহস্য থাকতে পারে।

এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনের পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধী একটি দলও তাদের রাজনৈতিক কৌশল পাল্টেছে। '৯৬-এর নির্বাচনে ভরাডুবি'র পর তারা প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ বন্ধ করে দিয়েছে। তারা শিক্ষা ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর আশ্রয়ে প্রচারণার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।